ভাবক বা সমালোচক

আচার্যগণ বলেন - কবি সমালোচনা করেন, আবার সমালোচক কাব্য রচনা করেন।

কিন্তু আচার্য কালিদাসের মতে, কবিত্ব থেকে ভাবকত্ব সম্পূর্ণ পৃথক, আবার স্বরূপ এবং বিষয়ের ভেদেও কাব্যসমালোচনা থেকে কাব্য-রচনাও সম্পূর্ণ পৃথক।

আচার্য মম্মট বলেন - তে চ দ্বিধা। 'আরোচকিনঃ সতৃণাভ্যবহারিণশ্চ', ভাবক বা সমালোচক দুইরকমের — অরোচকী (বিবেকী) এবং সতৃণাভ্যবহারী (অবিবেকী)।

বামনাচার্যের মতানুবর্তিগণও এই অভিমত পোষণ করেন যে কবিগণও ভাবকও দুই শ্রেণীরই হয়ে থাকে।

"চতুর্ধা" ইতি যাযাবরীয়ঃ "মৎসরিণস্তত্ত্বাভিনিবেশিনশ্চ"।

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন - ভাবকেরা চার শ্রেণীর — বিবেকী, অবিবেকী, মৎসরী এবং তত্ত্বাভিনিবেশী। আরোচকী ভাবকগণ স্বভাবতই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। সতৃণাভ্যবহারী ভাবকেরা গুণাগুণ বিচার না করে তৃণপর্যন্তও নির্বিচারে আহার করে। এই জাতীয় সমালোচক প্রতিভাহীন ও বিচারবুদ্ধিহীন বলে এঁদের দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা নেই। মৎসরী ভাবকেরা কোন কবিকর্মের গুণাবলী প্রকাশে অত্যন্ত কার্পণ্য করে থাকে। তত্ত্বাভিনিবেশী ভাবকেরা নিরপেক্ষভাবে অপরের রচনার বিচার করে যথার্থ সমালোচনা করেন।

তত্ত্বাভিনিবেশী ভাবকের সংখ্যা খুবই সীমিত প্রায় হাজারের মধ্যে একজন, এইজাতীয় ভাবকগণ রচনাপদ্ধতি বিচার করে কবিকর্মের রসাস্বাদনপূর্বক তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তত্ত্বাভিনিবেশী ভাবকের যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা কবিকে তাঁর পূর্বকৃত দোষসমূহকে বর্জন করে অপরে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করে। রাজশেখর ভাবক বা সমালোচককে কবির প্রভু, মিত্র, মন্ত্রী, শিষ্য, আচার্য প্রভৃতির সাথে সম্বন্ধ করে বলেছেন —

"স্বামী মিত্রং মন্ত্রী চ শিষ্যশ্চাচার্য এব চ।
কবের্ভবতি হি চিত্রং কিং হি তদ্ যন্ন ভাবকঃ॥"

কাব্যজগতে সমালোচকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হবার পরই কিন্তু একটি কাব্য পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সর্বত্র প্রচার লাভ করে।

Scanned with CamScanner

রাজশেখর কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী এই দুই প্রতিভার স্বরূপ এবং প্রভেদ যতটা সম্ভব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। এই দুই প্রতিভা ভিন্ন প্রকারের হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের 'সহাবস্থান দেখা যায় — 'কল্যানী তে মতিরুদেয়থা বিস্ময়ং নন্দুনোতি'। রাজশেখরের এই সমীক্ষা কিন্তু বাস্তবসম্মত। আচার্য আনন্দবর্ধন ছিলেন কবি ও সহৃদয়, আচার্য রাজশেখর নিজেও একজন কবি ও সমালোচক। সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথ এবং জগন্নাথও এবিষয়ে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কন্তকও কাব্যের লক্ষন করতে গিয়ে কবি ও সহৃদয় উভয়কেই গ্রহন করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়
(কাব্যপাককলাতু)

ব্যুৎপত্তি : "বহুজ্ঞতা ব্যুৎপত্তি" ইত্যাচার্যাঃ, অর্থাৎ বহুজ্ঞতার বা বহুবিষয়ে জ্ঞানের নাম ব্যুৎপত্তি। কবির বাক্য সর্বদিকে প্রসারিত হয়, যে কারনে কথিত আছে —

"প্রসরতি কিমপি কথঞ্চন নাভ্যস্তে গোচরে বচঃ কস্য।
ইদমেব তৎকবিত্বং যদ বাচঃ সর্বতোদিক্কাঃ ॥"

অর্থাৎ "এমন কে আছে যার বাক্য অভ্যস্ত বিষয়ে কিছুটা কোনো না কোনোভাবে প্রসার লাভ করে না। এটাই কবিত্বের বিশেষত্ব যে কবির বাক্য সর্বত্রগামী হয়ে থাকে।"

দন্ডী প্রমুখ আলংকারিক স্বীকার করেছেন যে, ব্যুৎপত্তি কাব্যরচনার একটি প্রধান কারন, তাই তিনি কাব্যোৎপত্তির কারন উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন —

নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারনং কাব্যসম্পদঃ ॥

দন্ডী সরাসরি 'ব্যুৎপত্তি' শব্দটি উল্লেখ না করলেও সমার্থক শব্দরূপে 'শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্' কথা ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন আচার্যদের মতে বহুনির্মল শ্রুত শব্দের অর্থ লৌকিক, শাস্ত্রীয় প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান।

আচার্য মম্মটের মতে — ব্যুৎপত্তিঃ শ্রেয়সী। সা হি কবের্শক্তিকৃতং দোষমশেষমাচ্ছাদয়তি। অর্থাৎ "ব্যুৎপত্তি প্রধান", এই ব্যুৎপত্তি কবির অশক্তিজনিত যাবতীয় দোষকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

যাযাবরীয় রাজশেখরের মতে ব্যুৎপত্তি হল — "উচিতানুচিতবিবেকো ব্যুৎপত্তিঃ" অর্থাৎ উচিত এবং অনুচিতের বিচার করার শক্তির নাম ব্যুৎপত্তি। তাঁর মতে ব্যুৎপত্তি হল একটি অর্জিত ক্ষমতা যা ছন্দ, ব্যাকরন, অভিধান প্রভৃতি পাঠের দ্বারা অর্জন করা যায় আর এই ক্ষমতা বলে উচিত অনুচিতের বিচার করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner

কবির প্রকারভেদ

প্রতিভা এবং ব্যুৎপত্তির অধিকারীকে রাজশেখর যথার্থ কবির মর্যাদা দিয়ে কবিদের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন - শাস্ত্রকবি, কাব্যকবি এবং উভয়কবি। শ্যামদেবের মতের উল্লেখ করে রাজশেখর তিনটি শ্রেণীর কবিদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। 'তেষামুত্তরোত্তরো গরীয়ান ইতি শ্যামদেবঃ' — অর্থাৎ আচার্য শ্যামদেবের মতে শাস্ত্রকবির থেকে কাব্যকবি এবং কাব্যকবির থেকে উভয়কবি শ্রেষ্ঠ।

যাযাবরীয় রাজশেখর কিন্তু এবিষয়ে সহমত পোষণ করেন না, রাজশেখরের মতে শাস্ত্রকবি ও কাব্যকবি নিজ নিজ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রকবির রচনায় শাস্ত্রীয় বিষয় যথাযথ উপনিবদ্ধ হলেও তিনি কাব্যরসের ধারাকে বিচ্ছিন্ন করেন, যিনি কাব্যকবি তিনি শাস্ত্রে তার উক্তির বৈচিত্র্যে শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করে ফেলেন, কিন্তু উভয়কবি যিনি শাস্ত্র এবং কাব্য উভয় বিষয়ে পারদর্শী তিনি উভয়শ্রেণীর কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারন তিনি উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিপুন। সুতরাং শাস্ত্রকবি ও কাব্যকবি সমান প্রভাবশালী। তাই রাজশেখর মন্তব্য করেছেন — "উভয়কবিস্তূভয়োরপি বরীয়ান যদ্যভয়ত্র পরং প্রবীনঃ স্যাৎ।"

শাস্ত্রকবিকে রাজশেখর তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন বলেছেন — "যঃ শাস্ত্রং বিধত্তে, যশ্চ শাস্ত্রে কাব্যং সঃ বিধত্তে, যোঽপি কাব্যে শাস্ত্রার্থং নিবধ্নাতি।" এই তিন শ্রেণীর শাস্ত্রকবির মধ্যে (১) প্রথমোক্ত কবিরা কেবলমাত্র শাস্ত্রই রচনা করেন (২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে শাস্ত্রকবিগন শাস্ত্রে কাব্যের সংমিশ্রন ঘটিয়ে কাব্যরচনা করেন এবং (৩) শেষোক্ত শাস্ত্রকবিরা কাব্যে শাস্ত্রীয় বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রকবির তিনটি ভেদ হল — (১) শাস্ত্ররচনাকারী (২) শাস্ত্রে কাব্যমিশ্রনকারী (৩) কাব্যে শাস্ত্রমিশ্রকারী কবি।

আবার রাজশেখর অন্য এক দৃষ্টিকোন থেকে পুনরায় রাজশেখর কবিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন - নামকবি, আখ্যাতকবি এবং অর্থকবি। নামকবি কেবলমাত্র নামপদ বা বিশেষ্য পদ ব্যবহার করে কাব্য রচনা করে, আখ্যাতকবি ক্রিয়াপদের বহুল কাব্যরচনায় নিপুন, আর অর্থকবি অলংকারের বাহুল্যবর্জিত কেবলমাত্র যথাযথ বিষয়বস্তু বর্ননায় বিশেষ পারদর্শী।

রাজশেখর কাব্যকবিকে ৮ টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন — রচনাকবি, শব্দকবি, অলংকারকবি, উক্তিকবি, রসকবি, মার্গকবি ও শাস্ত্রার্থকবি। অলংকার কবি আবার শব্দালংকার এবং অর্থালংকার কবি ভেদে দ্বিবিধ। উপরোক্ত কবিদের নাম থেকেই তাদের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুমেয়। সংক্ষেপে উপরোক্ত কবিগুলির বিশেষত্ব নিম্নে দেওয়া হল —

Scanned with CamScanner

(ক) রচনাকবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যরচনায় পারঙ্গমী।
(খ) শব্দকবি শব্দের যথার্থ সন্নিবেশে নিপুণ।
(গ) অর্থকবি রচনায় গভীরার্থপ্রতিপাদক বিষয় বর্ণনায় নিপুণ।
(ঘ) শব্দালংকার কবির রচনায় শব্দালংকারের অত্যন্ত নিপুণ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।
(ঙ) অর্থালংকার কবি কাব্যের সুষ্ঠুরূপে অর্থালংকার প্রয়োগ করেন।
(চ) উক্তির বৈচিত্র্য এবং বক্রোক্তিতে নিপুণ কবি হলেন উক্তিকবি। সমাধি-নামক গুনের সুচারু প্রয়োগে ভাবসমূহের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাই উক্তি। গ্রন্থকার এখানে উদাহরণরূপে 'উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র' শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।
(ছ) রসকবিদের রচনায় সুন্দরভাবে রসের প্রয়োগ লক্ষিত। তাই 'এতাং বিলোক্য তনুদারি' ইত্যাদি শ্লোকে তাম্রপর্ণী নদী এবং তার মুক্তাসদৃশ জলবিন্দুর বর্ণনার ছলে কবি স্ত্রীর মনের শৃঙ্গারভাবের সূচনা করেছেন।
(জ) মার্গকবিরা প্রচলিত রীতিগুলির মধ্যে যে কোনো একটি বিশেষ রীতিকে অনুসরণ করে কাব্যরচনায় দক্ষতার পরিচয় দেয়, যেমন—
(ঝ) মূলং "বালকবরুবাম" ইত্যাদি শ্লোকটি প্রসিদ্ধ বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।
(ঝ) মাদ্রার্থকবিরা মাদ্রীয় বিষয় অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেন। গ্রন্থকার এখানে এই কবির উদাহরণ হিসেবে বেনীসংহার নাটকের প্রথমাঙ্কের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। 'আত্মারামা বিহিতরতয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকটিতে বেদান্ত প্রতিপাদিত নির্বিকল্পক সমাধির মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের উদয়ের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য: উপরোক্ত গুনসমূহের সমাবেশ যে কবির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তিনি মহাকবিরূপে জগতে খ্যাতিলাভ করে।

কাব্যমীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ে রাজশেখর বুদ্ধিমান, আহার্যবুদ্ধি এবং ঔপদেশিক ভেদে কবিদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও আহার্যবুদ্ধি কবির সাতটি এবং ঔপদেশিক কবি তিনটি অবস্থা মিলে মোট দশপ্রকার অবস্থার উল্লেখ করেছেন। সেই অবস্থাগুলি হল—
১) কাব্যবিদ্যাস্নাতক ২) হৃদয়কবি ৩) অনভ্যাসী ৪) সেবিতা ৫) ঘটমান
৬) মহাকবি ৭) কবিরাজ ৮) আবেশিক ৯) অবিচেতা এবং ১০) সংক্রামযিতা

CS Scanned with CamScanner